



109779 - ভিন্নজাতরে দুটো খাদ্যদ্রব্য থেকে এক সা' ফতিরা পরিশোধ করা

প্রশ্ন

ফতিরার মধ্যে একাধিক প্রকারের এক সা' খাদ্য দয়া কি জায়গে হবে? অর্থাৎ এক প্রকারের খাদ্য তনি কলিগোগ্রাম না দিয়ে প্রত্যকে প্রকারের খাদ্য এক কলিগোগ্রাম করে দয়া?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুই বা ততোধিক প্রকারের খাদ্য মিশ্রিত করে এক সা' ফতিরা পরিশোধ করার হুকুম নিয়ে ফকাহবিদি আলমেগণ দ্বিমিত করছেন:

প্রথম অভিমত: এভাবে সহি হবে না ও আদায় হবে না।

এটি শাফয়ে মাযহাব ও ইবনে হায়ম জাহেরির অভিমত। যহেতে তারা দলিলগুলোর বাহ্যিক অর্থের সাথে অবস্থান নিয়েছেন। যহে দলিলগুলো বর্ণনা করছে যহে, ফতিরা নরিদ্ষিট শ্রণীর খাদ্যদ্রব্যের এক সা'। তাই কটে যদি অর্ধ সা' এক শ্রণীর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দয়ে; বাকী অর্ধ সা' অন্য শ্রণীর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দয়ে তাহলে তারা দলিলে যা উদ্ধৃত হয়েছে সটোর অনুসরণ করল না।

ইমাম নববী “আল-মাজমু” গ্রন্থে (৬/৯৮-৯৯) বলেন:

“ইমাম শাফয়ে, গ্রন্থাকার (অর্থাৎ শরীজি) ও মাযহাবের সকল আলমে বলেন: দুই জাতের খাদ্য এক সা' দলে ফতিরা পরিশোধ হবে না...। যমেনভাবে শপথ ভঙগরে কাফফারার ক্ষত্রে পাঁচজন মসিকীনকে পোশাক দলে ও পাঁচজন মসিকীনকে খাদ্য দলে আদায় হবে না। যহেতে সবে ব্যক্তি এক সা' গম কথিবা এক সা' যব কথিবা এক সা' অন্য কোন খাদ্য দতে আদ্ষিট। কন্তু সবে ব্যক্তি এ দুটোর প্রত্যকেটি থেকে এক সা' পরিশোধ করেনি। যমেনভাবে (শপথ ভাঙকারী) দশজন মসিকীনকে খাদ্য দান কথিবা দশজন মসিকীনকে পোশাক দান করতে আদ্ষিট। কন্তু পূর্ববোক্ত উদাহরণে সবে ব্যক্তি দশজনকে পোশাক দান করেনি এবং দশজনকে খাদ্য দান করেনি। এটাই মাযহাবের অভিমত।”[সমাপ্ত]

দখুন: ‘মুগনলি মুহতাজ’ (২/১১৮) ও ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ (৩/৩২৩)



ইবনে হায়ম ‘আল-মুহাল্লা’ গ্রন্থে (৪/২৫৯) বলেন:

“এক সা’-এর কছি অংশ যব ও কছি অংশ খজের দলিে পরশিোধ হবো না। মূল্য দলিে মূলতঃই পরশিোধ হবো না। কনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ফরয করছো এগুলো সটো নয়।”[সংক্ষপে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভমিত: সহহি হবো ও পরশিোধ হবো।

এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভমিত। তারা মরমারথরে দকিে দৃষ্টপিত করছো। তারা বলছো অবশ্যই এক সা’ মশিরতি খাদ্যদ্রব্য গরীবরে জন্য যথেষ্ট হওয়া, ব্যক্তকিে পবতির করা ও ফতিরা আদায় হওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করবো।

ইবনে রজব হাম্বলি ‘আল-কাওয়াদে আল-ফকিহিয়া’ গ্রন্থে (কায়দো নং-১০১, পৃষ্ঠা-২২৯) বলেন: “যে ব্যক্তকিে দুটো আমলরে একতয়ার দয়ো হয়ছে এবং তার পক্ষে সম্মলিতিভাবে দুটো আমলরে অর্ধকে অর্ধকে করে পালন করা সম্ভবপর হয়ছে— এভাবে কি আদায় হবো; নাকি হবো না?”

এতে মতভদে রয়ছে। এর ভিত্তিতে কছি মাসয়ালা উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে রয়ছে:

- যদি কটে পাঁচজন মসিকীনকে খাদ্যদান ও পাঁচজন মসিকীনকে বসত্রদানরে মাধ্যমে শপথ ভঙগরে কাফফারা দয়ে তাহলে মশহুর অভমিত অনুযায়ী সটো পরশিোধ হয়ে যাবো।
- কটে যদি দুই জাতরে এক সা’ খাদ্য দয়িে ফতিরা পরশিোধ করে তাহলে মাযহাবরে মতানুযায়ী আদায় হয়ে যাবো। এতে আরকেটি অভমিত আছো (অর্থাতঃ আদায় হবো না)।”[সমাপ্ত]

দখোন: ‘আল-ইনসাফ (৩/১৮৩), ‘হাশিয়াতু ইবনে আবদেনি’ (২/৩৬৫)]

আমরা যো অভমিতটকিে পছন্দ করছিসটো ইমাম শাফয়েরি অভমিত। যহেতে এটাই সুন্নাহর বাহ্যকি অনুসরণ। কনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফতির বা ফতিরা ফরয করছো এক সা’ যব কথিবা এক সা’ যব...।

সাহাবায়ে করোম এভাবেই ফতিরা পরশিোধ করতনে। সুতরাং যো ব্যক্তি দুইজাতরে এক সা’ খাদ্য দয়িছে সে ব্যক্তকিে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নরিদশে দয়িছে সটো বাস্তবায়ন করনো।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।